গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
হাসপাতাল-৪ অধিশাখা

নং-৪৫.১৫৭.০৫৪.০০.০০.০০১.২০১৫- ৬২৭ তারিখঃ ১৭/৮/২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এককালীন অনুদান প্রদানের দরখাস্ত আহবান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে এককালীন অনুদান প্রদানের জন্য বিশেষ অনুদান খাত, ৫৯৬৫ কোডে বরাদ্দকৃত অর্থ বিতরণের নিমিত্ত দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলার বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (এন.জি.ও) এর নিকট হতে সিভিল সার্জন/উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) গণের মাধ্যমে আবেদন আহবান করা হচ্ছে। নিম্নোক্ত শর্ত মোতাবেক আগামী ১০-৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাবরে আবেদন পৌছানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

এককালীন অনুদানের শর্তাবলীঃ

১। আবেদনকারী সংস্থাকে সংস্থার ছাপানো প্যাডে এককালীন অনুদানের জন্য আবেদন করতে হবে;

২। আবেদনকারী সংস্থাকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর/রেজিষ্ট্রার জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর (যে কোন প্রতিষ্ঠানের) সাথে নিবন্ধিকৃত হতে হবে;

৩। আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নামে নুন্যতম ১০ শতাংশ জমি এবং এর উপর ১৫০০ বর্গ ফুটের স্থায়ী অবকাঠামো থাকতে হবে;

৪। আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্র থাকতে হবে, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের প্রমানাদি জমা দিতে হবে;

৫। আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত আয়ের উৎস থাকতে হবে এবং বাৎসরিক আয় নুন্যতম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা থাকতে হবে। উক্ত আয়ের স্বপক্ষে ব্যাংক হিসাব বিবরণী দাখিল করতে হবে;

৬। আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের হিসাব কোন স্বীকৃত অডিট ফার্ম/সংস্থার মাধ্যমে, অডিট করাতে হবে, সর্বশেষ তিন বছরের অডিট রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে এবং অডিট রিপোর্টে অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সরকারী অনুদানের হিসাবও লিপিবদ্ধ থাকতে হবে;

৭। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে এককালীন হিসেবে অনুদান প্রদান করা হবে। অনুদানের অর্থের সন্তোষজনক ব্যবহার এবং Performance এর ভিত্তিতেই পরবর্তীতে এককালীন অনুদান প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে;

৮। আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের গত ০৩ (তিন) বছরের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচী এবং ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে;

৯। যে সমস্ত জেলায় নিয়মিত অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নেই সে সমস্ত জেলার এবং প্রত্যান্ত এলাকায় (Hard to reach area) কার্যরত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এককালীন অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

১০। আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারের স্বাস্থ্য/জনসংখ্যা বিষয়ক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে;

১১। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের অনুমোদিত তালিকা সংযুক্ত করতে হবে;

১২। আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালিত হয় কি-না সে সংক্রান্ত বিষয়ে সিভিল সার্জন/উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা)- এর প্রত্যায়ন থাকতে হবে;

(অপর পাতা দ্রষ্টব্য)

১৩। জেলা প্রশাসকের মাসিক সমন্বয় সভায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা হয় কি-না সে সংক্রান্ত কাগজপত্র থাকতে হবে এবং এককালীন অনুদান প্রাপ্তির জন্য জেলা প্রশাসকের সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে;

১৪। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদরপ্তরের তালিকাভুক্ত হতে হবে;

১৫। অনুদানের অর্থ (সরকারী অর্থ) ব্যবহার সংক্রান্ত পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮, আর্থিক বিধিবিধান ও নিয়মাচার যথাযথভাবে পালন করতে হবে;

১৬। বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে হবে;

১৭। ছবি, গঠনতন্ত্র, নিবন্ধন, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যালয় সংক্রান্ত প্রমাণাদি/কাগজপত্র, অডিট রিপোর্ট, ব্যয়ক হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন/উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে;

১৮। হাসপাতাল/স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/এনজিওদের অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে সমস্ত জেলায় কার্যক্রম পরিচালতি হবে তার বিবরণ, কার্যক্রমের সময়কাল, ব্যয়িত অর্থ কার্যক্রম এলাকার উপকারভোগীদের সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এ সব প্রতিষ্ঠানের উপজেলা পর্যায়ে যে সব কেন্দ্রে কার্যক্রম পরিচালিত হবে সে সর্ম্পকিত সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;

১৯। স্বাস্থ্য শিক্ষা/গবেষনা প্রতিষ্ঠান/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/এন.জি.ও ব্যতিত হাসপাতালের অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিতে (হাসপাতাল) কমপক্ষে ০৩ (তিন) জন এম.বি.বি.এস ডিগ্রীধারী চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়ক জনবল কর্মরত থাকতে হবে;

২০। হাসপাতালের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত হাসপাতাল পরিচালনার অনুমতিপত্র/লাইসেন্স প্রদর্শন করতে হবে;

২১। অনুদানের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার না করা হলে অনুদান প্রদান স্থগিত করা হবে;

২২। সময়ের চাহিদার নিরিখে সরকার যে কোন সময় প্রয়োজনমতে এ শর্তসমূহ পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন করতে পারবে।

২। নির্ধারিত তারিখের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য হবে না।

১৭.৮.২০১৫.

(মোহাম্মদ এনামুল হক এনা)
যুগ্মসচিব
ফোন-৯৫৬৭৬০০

সিভিল সার্জন/উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) সকল জেলা, ...	সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জেলায় স্বাস্থ্য সেবা/পরিবার পরিকল্পনা/পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালিত হয় কি-না সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই আবেদন অগ্রায়ন করার অনুরোধসহ।

নং-৪৫.১৫৭.০৫৪.০০.০০.০০১.২০১৫- তারিখঃ ১৭/৮/২০১৫ খ্রিঃ

অনুলিপি (কার্যার্থে):

১। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, কাওরান বাজার, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, (বাজেট-৪), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

১৭.৮.২০১৫

(মোহাম্মদ এনামুল হক এনা)
যুগ্মসচিব